বাংলা ভাইয়ের রাজত্বে

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

একটি দেশ, সমাজ এবং জনগণ কী করতে পারবে আর কী করতে পারবে না তারই বিধান 'আইন'। আইন দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। সাধারণভাবে আমরা এমনটাই জানি এবং বুঝতে চাই। যদিও সব আইন সবার ক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর হয় না। বলা হয়, ক্ষমতাবানরা আইনকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থে। পৃথিবীতে এমন নজির বহু আছে। দাস সমাজে আইন ছিল দাস প্রথাকে পোক্ত করার হাতিয়ার। সামন্ত সমাজে আইন স্বার্থ রক্ষা করতো সামন্তপ্রভুদের। পুঁজিবাদী সমাজে আইন পুঁজিপতিদের স্বার্থই দেখে। সমাজতান্ত্রিক দেশেও আইন স্বার্থ দেখে দলীয় নেতাদের। তারপরও মানব সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আইন অপরিহার্য। একটি দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইন মেনে না চলার কোনো বিকল্প নেই।

তাই প্রতিটি দেশ এবং সমাজের আলাদা আলাদা আইন থাকে। সেই আইনের মধ্যে থেকেই সামনের দিকে এগিয়ে যায় একটি দেশ, সমাজ। এটাই মানব সভ্যতার অন্যতম প্রাপ্তি। যে সমাজে আইন নেই, আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই, সেই সমাজকে আর যাই হোক সভ্য বলা যায় না। একটি আইন সমভাবে সবার ওপর প্রয়োগ না হলেও আইন মেনে চলাটাই সভ্যতা। আইন অমান্য বা নিজের হাতে তুলে নেয়াটা সভ্যতার অংশ হিসেবে স্বীকৃত নয়। আবার আইন যখন অমান্যকারীকে প্রটেকশন দেয় তখন সেটা চলে যায় বর্বরতার পর্যায়ে। একটি দেশ বা সমাজে যখন এমন অবস্থা কায়েম হয়, তখন সেটাকে বলা হয় জংলি শাসন। জংলি রাজত্বে যে কেউ যেকোনো কিছু করতে পারে। এ জন্য তাদের কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। শাস্তি তো হয়ই না।

এ প্রসঙ্গের অবতারণার কারণ 'বাংলা ভাই'।

প্রায় প্রতিটি পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম এখন বাংলা ভাই। মুখে লম্বা দাড়ি, চোখে চশমা, কালোমতো একজন মানুষ। সে আবির্ভূত হয়েছে রাজশাহীর বাগমারা অঞ্চলে। গঠন করেছে একটি বাহিনী, নাম 'জাগ্রত মুসলিম জনতা'। গড়ে তুলেছে ক্যাম্প। মানুষকে ধরে আনছে, নির্যাতন করছে। তার বাহিনীর নির্যাতনে আহত হচ্ছেন অনেকে। নিহত হচ্ছেন কেউ কেউ। নিহতদের ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে গাছে। মহিলাদের ধরে এনে চালানো হচ্ছে মধ্যযুগীয় নির্যাতন। রাত-দিন মিলিয়ে প্রকাশ্যে চলছে এমন কর্মকান্ড।

বাংলা ভাই বাহিনী কোনো রাখঢাকে বিশ্বাস করে না। তারা তাদের শক্তির প্রমাণ দিতে এসেছিল রাজশাহী শহরে। রামদা, হকিস্টিক, লোহার রড হাতে নিয়ে প্রকাশ্যে দিনের বেলা তারা মিছিল করেছে রাজশাহী শহরে। বাংলা ভাই বাহিনীর সবার কোমরে ছিল একটি করে ব্যাগ। ধারণা করা হয়, ব্যাগে রাখা ছিল আগ্নেয়াস্ত্র।

খেজুর আলী যুবলীগ কর্মী। বাংলা ভাইয়ের ক্যাম্প থেকে উদ্ধার হয়েছে তার দ্বিখন্ডিত লাশ। এ রকম খেজুর আলীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, রাজশাহী অঞ্চলে প্রশাসন তাহলে কী করছে? প্রশাসন বাংলা ভাই বাহিনীকে সহযোগিতা করছে। শুনতে অদ্ভুত শোনালেও বাংলা ভাই বাহিনী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে পুলিশ বাহিনীর শেল্টারে।

এরকম অবস্থা বিরাজমান একটি সমাজকে আমরা কী নামে অভিহিত করবো? সভ্য সমাজ না জংলি সমাজ?

> আগে সর্বহারা ছিল এই অঞ্চলের মানুষের আতঙ্ক। আর এখন বাংলা ভাই তাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে দানব হিসেবে। দেশের মানুষ '৭১-এ এমন ভয়ঙ্কর দানবের ছোবলে আক্রান্ত হয়েছিল একবার।.. সেদিন ক্ষমতায় ছিল ভয়ঙ্কর পাকিস্তানি শোষকেরা। এখন তো তারা ক্ষমতায় নেই। তাহলে এখনো কেন ঘটছে '৭১-এর পুনরাবৃত্তি?

রাজশাহীর বাগমারা, আত্রাই প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় সর্বহারা বাহিনী। বিভিন্ন নামে এবং গোত্রে বিভক্ত তারা। এক সময় তাদের কিছুটা হলেও আদর্শ ছিল। এখন আদর্শ বলে কিছু নেই। তাদের কর্মকান্ড সেটাই প্রমাণ করে। এই সর্বহারা পার্টির সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হত্যাকান্ডের কারণে এ অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই অতিষ্ঠ। এটাকেই বাংলা ভাই বাহিনী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা নেমেছে সর্বহারা নিধনে। প্রকাশ্যে তারা সেটাই বলছে। সর্বহারাদের বিরুদ্ধে জাগ্রত মুসলিম জনতার অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে তারা কিছু মানুষের সমর্থনও পেয়েছে। তারপর বাংলা ভাই বাহিনী সর্বহারাদের চেয়েও অধিক মাত্রায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হত্যাকান্ড শুরু করেছে। আগে সর্বহারা ছিল এই অঞ্চলের মানুষের আতঙ্ক। আর এখন বাংলা ভাই তাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে দানব হিসেবে। দেশের মানুষ '৭১-এ এমন ভয়ঙ্কর দানবের ছোবলে আক্রান্ত হয়েছিল একবার। শিল্পী কামরুল হাসান এঁকেছিলেন সেই বিখ্যাত ছবি 'এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে'।

দেশের মানুষ সেদিন জানোয়ারকে হত্যা করেছিল। কিন্তু সেদিনের প্রেক্ষাপট আর আজকের প্রেক্ষাপট তো এক নয়। সেদিন ক্ষমতায় ছিল ভয়ঙ্কর পাকিস্তানি শোষকেরা। এখন তো তারা ক্ষমতায় নেই। তাহলে এখনো কেন ঘটছে '৭১-এর পুনরাবৃত্তি?

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় কী কোনো সরকার আছে? তাদের হাতে কি কোনো আইন আছে? থাকলে সেই আইনের প্রয়োগ কোথায়?

বাংলা ভাইয়ের জংলি নির্যাতনের অনেক দিন পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন। বাবর যেদিন নির্দেশ দিয়েছেন সেদিন পুলিশের আইজি বলেছেন, 'স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন কি না আমি জানি না।'

খুব স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নির্দেশ দিলে আইজির মাধ্যমেই দেয়ার কথা। অথচ আইজি বলছেন তিনি কিছু জানেন না। তাহলে প্রশ্ন আসে, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কি বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেননি? দিলে কীভাবে দিয়েছেন? তিনি নির্দেশ দেয়ার পরও বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হলো না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানার অধিকার কী দেশের মানুষের আছে?

এই পর্যন্ত প্রশ্ন রেখেই লেখা শেষ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নির্দেশ দেয়ার পর রাজশাহীর এসপি মাসুদ মিয়া বলেছেন, 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলে ইচ্ছে করলেই কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না।'

কী চমৎকার বক্তব্য! এই এক বক্তব্য দিয়েই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারেন!!

কিন্তু মাসুদ মিয়া সাহেব আপনার প্রিয় বাংলা ভাইয়ের বিরুদ্ধে যদি সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নাই থেকে থাকে, তাহলে আপনার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেন কেন? যিনি একজন ভালো মানুষ, যার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিজেই তো তাহলে বেআইনি কাজ করেছেন, মাসুদ মিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। চীন থেকে ফিরে এসে বাংলা ভাই গ্রেপ্তার না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। তিনি বলেছেন, 'চীন থেকেও প্রধানমন্ত্রী বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশটিও সম্ভবত বেআইনি, রাজশাহীর পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা অনুযায়ী। নির্দেশটি বেআইনি না হলে রাজশাহীর পুলিশ বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করলো না কেন?

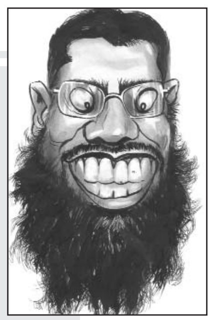

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যে দেশে কার্যকর হয় না, সেটার নাম গণতান্ত্রিক দেশ!

বাংলা ভাই বাহিনীর সন্ত্রাসে দেশের মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ, তখন সরকার কী করছে? স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন, আমরা তো নির্দেশ দিয়েছি। পুলিশ গ্রেপ্তার না করলে বা তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে আমাদের কি করার আছে? সত্যি সত্যি তারা এমন উত্তর দিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ক্ষমতায় থাকলে আসলে অনেক কিছুই সহজভাবে বোঝা যায় না। শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে শামীম ওসমান, হাজারী, তাহেররা দানব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তাদের নারকীয় কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়েছে পত্রিকার পাতায়। গুরুত্ব দেয়নি তৎকালীন সরকার। সেই সময়ের আওয়ামী লীগ বিষয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখেছে, জনগণকে দেখাতে চেয়েছে। তাদের মনোভাব দেখে মনে হয়েছে, এটা একটা অঞ্চলের ব্যাপার। সারা দেশের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু হাজারী, শামীম ওসমান, তাহের, হাসানাত আবদুল্লাহ, মায়াদের আতঙ্কে শুধু এলাকাবাসীই আতঙ্কিত নয়, আতঙ্কের প্রভাব পড়েছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত। এর ফলাফল দেখা গেছে ২০০১ সালের নির্বাচনে। আওয়ামী লীগের নেতারাও এখন সে কথা স্বীকার করেন। কিন্তু ক্ষমতায় থেকে করেননি।

নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে চারদলীয় জোট বিজয়ী হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, জনগণ খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ভোট

দিয়েছে। আওয়ামী সরকারের কর্মকান্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে মানুষ বিএনপিকে ভোট দিয়েছে। আওয়ামী লীগকে দেশের মানুষ আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। সেই সময় বিএনপি ভালো ভালো কথা বলেছিল। বলেছিল ক্ষমতায় গেলে সন্ত্রাস নির্মূল করা হবে। সন্ত্রাস নির্মূল বা সীমিত করার জন্য সরকারের হাতে একটি বাহিনী আছে। সেটার নাম পুলিশ। পুলিশ একটি পচে যাওয়া বাহিনী। এটার দুর্গন্ধে সমগ্র বাংলাদেশ একটা ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে আগে এই ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে হবে। সেটা না করে বাংলা ভাই বাহিনী গঠন করলে ডাস্টবিনে ময়লার পরিমাণ আরো বাড়বে, কমবে না।

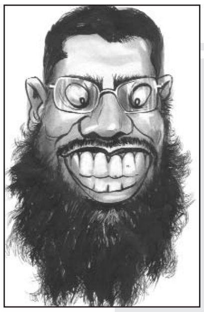

পুলিশ একটি পচে যাওয়া বাহিনী। এটার দুর্গন্ধে সমগ্র বাংলাদেশ একটা ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে আগে এই ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে হবে। সেটা না করে বাংলা ভাই বাহিনী গঠন করলে ডাস্টবিনে ময়লার পরিমাণ আরো বাড়বে, কমবে না।

বাংলা ভাইয়ের কর্মকান্ড অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেসব চিত্র বেরিয়ে আসছে তাতে কেবল 'বাংলা ভাই' নয়, বেরিয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্কের খবর। তাদের তৎপরতার বিভিন্ন বিবরণ। যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে ক্ষমতাসীন চার দলের মূল সংগঠন বিএনপি'র মন্ত্রী-এমপিদের সঙ্গে 'বাংলা ভাই'য়ের সম্পর্কের। বাংলা ভাই নিজেই প্রতিমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে। সম্পর্ক রয়েছে বিএনপির আরো কিছু নেতা-মন্ত্রীর সঙ্গে। আর বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার। চার দলের অন্যান্য শরিকদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতার। এসব ইসলামী জঙ্গি গ্রুপ ও তার সঙ্গে ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত-চার দলের সংশ্লিষ্টতার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে। 'বাংলা ভাই' ও তার অপারেশন টেস্ট কেইস মাত্র। তার ঐ অপারেশনকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারকাত অভিহিত করেছেন 'অপারেশন রিসার্চ' বলে। এ 'রিসার্চ' সাফল্যমন্ডিত হলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের অপারেশন হবে। একাত্তরের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চ লাইট' দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে দখলদারিত্ব কায়েম করার জন্য যে অপারেশন শুরু করেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে। প্রতিশোধ নেয়া হবে একাত্তরের পরাজয়ের।

যদিও এসব আর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। রাজশাহীর বাগমারা, নওগাঁর রানীনগর, আত্রাই অঞ্চলে জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনী যা করছে তাতেই তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে। সেই মানুষ মেরে গাছের ডালে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা অথবা নিহতদের কর্তিত দেহখন্ড প্রদর্শন, ক্যাম্পে দিনের পর দিন নির্যাতন, বাড়িঘর ভেঙে দেয়া এবং সর্বোপরি মেয়েদের ধরে নিয়ে রাতের পর রাত ক্যাম্পে আটকে রেখে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কায়দায় নির্যাতন করছে এই জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনী।

এ বছরের এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে যখন রাজশাহীর বাগমারা অঞ্চলে এই বাংলা ভাই ও তার বাহিনীর অবির্ভাব হয় তখন সবাই প্রথম ভেবেছিল যে, চরমপন্থীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কেউ হয়তোবা এ ধরনের বাহিনী গড়ে তুলেছে, যাতে ঐ চরমপন্থীদের মোকাবেলা করা যায়। ঘটনাবলীর প্রথম দিকে স্থানীয় জনগণ সেটাই বুঝেছিল এবং তাদের মাঝে অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল এটা ভেবে যে, এবার বোধহয় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কেউবা একে ধরে নিয়েছিল বিএনপিদলীয় উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস দুলুর প্রাইভেট বাহিনী হিসেবে, ভাতিজা গামা ও তার সহযোগী পাখিকে হত্যার পর যে বাহিনী হত্যা-হামলাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল।

জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনী স্থানীয় লোকজনকে নামাজ পড়তে, মাথায় টুপি পরতে, গোড়ালির ওপর কাপড় পরতে, মেয়েদের বোরকা-হেজাব পরতে বাধ্য করা শুরু করেছে। এই বাংলা ভাই নিজে যেমন বক্তৃতা করে বলেছে, তেমনি তার আধ্যাত্মিক গুরু আব্দুর রহমান সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছে যে, বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য। বাংলা ভাইয়ের অপারেশন তার সূচনা মাত্র। আর এই বাংলা ভাই আর কেউ নয়- সে মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষায় শিক্ষিত একটি কলেজের বাংলা প্রভাষক সিদ্দিকুর রহমান, যিনি ছাত্রজীবনে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সক্রিয় কর্মী ছিল। এবং তার এই শিক্ষকতার সঙ্গেই জামায়াতের কোচিং সেন্টার 'রেটিনায়' সে কোচিং করাতো এবং এসব কাজের মধ্য দিয়ে জঙ্গি ইসলামের দিকে কর্মী রিক্রুট করতো। ওই সময়ই এই সিদ্দিক মাস্টার ওরফে 'বাংলা ভাই' বিশেষ ব্যবস্থায় আফগানিস্তানের কান্দাহার যায় এবং সেখানে তালেবান ক্যাম্পে যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে আসে। তালেবান ক্যাম্পেই তার ওই 'বাংলা ভাই' নামের উৎপত্তি।

দেশে ফিরে ইসলামী জঙ্গি গ্রুপের সবচেয়ে পরিচিত সংগঠন জামায়াতুল মোজাহেদীনের অপারেশন কমান্ডার নিযুক্ত হয় সে। আর এই অপারেশন করতে গিয়ে প্রথমে বাগেরহাটে সে ধরা পড়ে। কিন্তু ছাড়া পেয়ে যায়। পরে জয়পুরহাটের খেতলালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আবার ধরা পড়ে। অজ্ঞাত কারণে এবারও ছাড়া পেয়ে যায়। পরবর্তীতে ওই সিদ্দিক মাস্টারই আজিজুর রহমান নাম নিয়ে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনী'র নেতৃত্বদানকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। জানা যায়, দিনাজপুরে একটি মেসে যে বোমা বর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, তার সঙ্গে এই 'বাংলা ভাই'য়ের অপারেশন সঙ্গীরা জড়িত ছিল। ময়মনসিংহ সিনেমা হলের ঘটনাতেও তার এই গ্রুপই সক্রিয় ছিল।

রাজশাহী অঞ্চলে 'বাংলা ভাই' ও তার জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনীর এই তৎপরতার মূল লক্ষ্য কমিউনিস্ট নামধারী চরমপন্থী গ্রুপ হলেও কার্যত তাদের অভিযান ওই অঞ্চলের সকল বিরোধীদলীয় সংগঠন, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে। অন্যান্য বাম গ্রুপ বাসদ, টিপু বিশ্বাসের জাতীয় গণফ্রন্টও তাদের হামলার মুখে পড়েছে। তবে বাংলা ভাই বাহিনীর আক্রমণ মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছে বিরোধীদল আওয়ামী লীগ ও ওয়ার্কার্স পার্টির বিরুদ্ধে। বিশেষ করে ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ফজলে হোসেন বাদশার বিরুদ্ধে। বাংলা ভাইয়ের জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনী কথিত চরমপন্থী দমনের কথা বলে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। রাজশাহী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের ছেলেকে তারা তুলে নিয়ে যায়। তুলে নিয়ে যায় ওয়ার্কার্স পার্টির বাগমারা উপজেলার সম্পাদককে। সিপিবির বাগমারা উপজেলা সভাপতিকে তাদের সঙ্গে

নামাজ পড়তে বাধ্য করে। তাদের অত্যাচারে বাসদ সমর্থক কয়েকটি পরিবারও এলাকা ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়।

অসাম্প্রদায়িক দলগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এই মনোভাবের বিষয়টা প্রকাশ হয়ে পড়ে গত ২৩ মে জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনীর 'রাজশাহী অভিযানে'। এই অভিযানে বাগমারা ও পার্শ্ববর্তী থানা থেকে প্রায় হাজার তিনেক লোক লাঠি, হকিস্টিক ও ব্যাগে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রাজশাহী শহরে শক্তি প্রদর্শন করে। এই সময় তাদের মূল স্লোগান ছিল ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ফজলে হোসেন বাদশা এবং আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধীদলীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে বাদশার অভিমত, 'আমরা সামনে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাই ও ইসলামী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তাদের আসল চেহারা উন্মোচন করেছি। সে কারণেই তারা মরিয়া আক্রমণ চালাচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা এভাবে ধ্বংস হতে দেব না।'

এক সময়ের প্রভাবশালী ছাত্রনেতা বাদশা এখনো রাজশাহীবাসীর প্রিয় মানুষ। তিনি বাংলাদেশকে ধ্বংস হতে দিতে না চাইলেও দেশ ক্রমশ সেদিকেই এগিয়ে চলেছে। নির্বিকার, স্থবির বিএনপি তথা জোট সরকার দেশকে সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে পুলিশ বাহিনী। বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান পুলিশ বাহিনী পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকেও তাদের পাত্তা দিতে হয় না। বাংলাদেশে ডিবি, সিআইডি, এনএসআই, এসবি, ডিজিএফআই নামে অনেকগুলো গোয়েন্দা সংস্থা তৎপর। তাদের ওপর সাপ্তাহিক ২০০০-এ একবার প্রচ্ছদ কাহিনী লিখেছিলাম 'অথর্ব গোয়েন্দা' নামে। এটা বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা। এখন সম্ভবত শুধু 'অথর্ব' দিয়ে তাদের কাজের মূল্যায়ন করা যাবে না। এর সঙ্গে আরো কিছু বিশেষণ যোগ করতে হবে। সেই যোগ্যতা তারা অর্জন করেছে! বোমা বিস্ফোরণের মতো বড় বড় ঘটনাগুলোর কোনোটিরই তারা সঠিক তদন্ত করতে পারেনি। কোনো ঘটনার পূর্বাভাস তো তারা দিতে পারেইনি। আক্রান্ত হবার পর ড. হুমায়ুন আজাদ এই গোয়েন্দাদের 'ফেলুদা' পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হুমায়ুন আজাদ কেসের তদন্তেই গত কিছুদিন এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা যাতায়াত করেছেন সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে। তদন্তের ধরন দেখে তদন্তের পরিণতি সম্পর্কে অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি। 'ফেলুদা' বোঝার মতো জ্ঞান আমাদের গোয়েন্দাদের আছে কি না সেটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যেতেই পারে!

ছবিতে বাংলা ভাইয়ের কর্মকান্ড

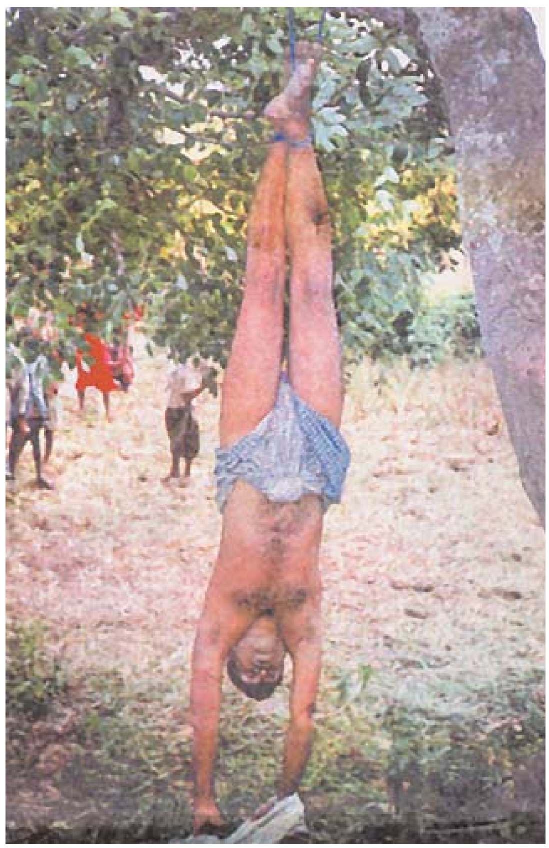

রাজশাহীতে যখন চলছে বাংলা ভাইয়ের তান্ডব, তখন দেশের পূর্বাঞ্চল সিলেটে ঘটেছে আরও ভয়াবহ ঘটনা। সিলেটে শাহজালালের মাজারে নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসার সময় ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়া হয়। আহত হন ব্রিটিশ হাইকমিশনার। নিহত হন তিনজন, একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ। দেশের পুলিশ এখনও পর্যন্ত ওই গ্রেনেড হামলার কোনো হদিস করতে পারেনি। চিরাচরিত নিয়মে বিরোধীদলের কর্মীদের গ্রেপ্তার করে তাদের তদন্ত কাজ শুরু করেছে। সিলেটের ঘটনার সঙ্গে রাজশাহীর যোগসূত্র থাকলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গি

তৎপরতা সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে যেসব সংবাদ দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠছিল, তাই এখন প্রচন্ড বাস্তব হয়ে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হয়েছে।

আনোয়ার চৌধুরী হত্যা প্রচেষ্টা মামলার তদন্ত করতে ব্রিটিশ সরকার পাঠিয়েছে তাদের গোয়েন্দা সংস্থা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। তারা তদন্ত করছে তাদের মতো করে। সিলেটের মৌলবাদী নেতা হাবিবুর রহমানসহ অনেকেই তাদের নজরে রয়েছে। তদন্তে কী বের হবে সেটা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তবে এই তদন্ত রিপোর্ট গোপন রাখা হবে, না প্রকাশ করা হবে সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

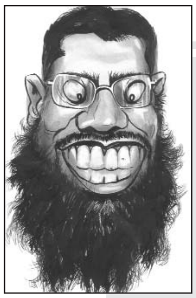

ব্রিটিশ গোয়েন্দারা যখন বাংলাদেশে, তখন রাজশাহীতে চলছে বাংলা ভাইয়ের সন্ত্রাসী রাজত্ব। মাওলানা হাবিবুর রহমান সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন লাদেনের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা। তারা তালেবান স্টাইলে বিপ্লব করতে চান, বলেছেন সেটাও। দেশের ইংরেজি, বাংলা প্রায় সব পত্রিকায় তালেবান এবং লাদেনের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার সূত্র উল্লেখ করে ছবি, সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

খতমে নবুওত নামক একটি জঙ্গি সংগঠন কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন করছে। পুলিশ এই জঙ্গী সংগঠনের পক্ষে চট্টগ্রামে কাদিয়ানিদের মসজিদের সাইবোর্ডের ওপর 'উপাসনালয়' লেখা টাঙিয়ে দিয়েছে। জামায়াত তাদের দিচ্ছে রাষ্ট্রীয় শেল্টার। প্রমাণ হচ্ছে, রাষ্ট্রযন্ত্র জঙ্গি সংগঠনের পক্ষে কাজ করছে। কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়- সেই সিদ্ধান্ত দিচ্ছে তথাকথিত মাওলানা মমতাজীরা। মমতাজীদের অনৈতিক কাজের পক্ষে ক্ষমতায় থেকে কথা বলছে নিজামীরা। বাংলা ভাইয়ের কার্যক্রম শুধু রাজশাহীতে সীমিত থাকছে না। নওগাঁ, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হচ্ছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করছেন। ইসলামী জঙ্গি বা মৌলবাদী রাষ্ট্রের যা যা বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়, সবই তাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এর আগে যেসব দেশ ইঙ্গ-মার্কিনিদের দৃষ্টিতে 'মৌলবাদী' রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশের।

সোভিয়েট নির্যাতনে যখন আফগানরা বিপর্যস্ত, তখনই রোপণ করা হয়েছিল তালেবানদের বীজ। আফগান জনগণের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল তালেবানরা। ক্ষমতায় এসে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের আসল ভয়ঙ্কর দানবীয় চেহারা।

বাংলাদেশে বাংলা ভাই বাহিনীর বেনিফিসিয়ারি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। তাদের চেহারা '৭১-এ মানুষ একবার দেখেছে। এখন আবার দেখছে। '৭১-এর ঘাতক বর্তমান জোট সরকারের মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বলেছে, পত্রিকাগুলো সর্বহারাদের নিয়ে লেখে না, শুধু বাংলা ভাইকে নিয়ে লেখে। যদিও সে বলেছে, বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তার এই দাবি যে অসত্য সে বিষয়ে দেশের মানুষের কোনো সন্দেহ নেই।

রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার লড়াইয়ে জিম্মি জনগণ। লাভ বাংলা ভাই নামক দানবদের। এই দানবদের কল্যাণে সাধারণ নিরীহ জনগণ পরিচিতি পাবে, জঙ্গি, মৌলবাদী হিসেবে। এটা সম্ভবত এখন সময়ের ব্যাপার। একটি স্বাধীন দেশের মানুষের জীবনে এরচেয়ে বড় কষ্ট, দুঃখ, বেদনা আর কী হতে পারে!

আনোয়ার চৌধুরীকে কারা হত্যা করতে চেয়েছিল, সেটা ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের রিপোর্টে থাকবে কিনা জানি না। বাংলাদেশে যে মুসলিম জঙ্গি, মৌলবাদীরা সক্রিয় এটা থাকবে সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। বিএনপি না পারলেও মতিউর রহমান নিজামী সেটা আঁচ করতে পেরেছে। এ কারণে বলেছে, পত্রিকাগুলো মৌলবাদীদের নিয়ে লিখে দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করতে চাইছে। বিএনপির অনেক নেতা-মন্ত্রীও এমন মত পোষণ করছেন।

প্রশ্ন হলো, পত্রিকাগুলো কী লিখছে? বাংলা ভাই যা করছে তাই লিখছে। বাংলা ভাই বাহিনীর হাতে নিহত, আহতদের ছবি ছাপছে। লাশ গাছে ঝুলিয়ে রাখার ছবি ছাপছে। এগুলো কি মিথ্যা ছবি? মিথ্যা সংবাদ? মিথ্যা হলে তো পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আইন সরকারের হাতে আছে। সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মিথ্যা। তাহলে প্রশ্ন আসে, মিথ্যা সংবাদের ভিত্তিতে বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিচ্ছেন কেন? আসলে একটি অন্যায় করলে সেই অন্যায়কে ঢাকতে আরো অনেকগুলো অন্যায় করতে হয়। সন্দেহ নেই সরকারের একটি প্রভাবশালী অংশের প্রত্যক্ষ মদদে চলছে বাংলা ভাইয়ের রাজত্ব। প্রথমাবস্থায় সরকার নির্বিকার থাকতে চেয়েছে। তারপর যখন কিছুটা বুঝতে পেরেছে, ততক্ষণে বাংলা ভাই ঘটিয়ে ফেলেছে অনেক কিছু। বাংলা ভাইয়ের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড আড়াল করার জন্য আবোল-তাবোল অসংলগ্ন আচরণ করছে সরকার, সরকারের প্রশাসন। সরকারের আচরণ এমন যে রাষ্ট্রীয় শেল্টারে সন্ত্রাস করলে সমস্যা নেই। প্রকাশ করলেই যত সমস্যা। আপনারা সন্ত্রাস করবেন, করাবেন আর সেটা পত্রিকায় প্রকাশিত হবে না, এটা তো হতে পারে না।

আমরা বিশ্বাস করতে চাই, বাংলাদেশ জঙ্গি মৌলবাদী রাষ্ট্র নয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ধর্মান্ধ নয়, ধার্মিক। কিন্তু বাংলা ভাই, মাওলানা মমতাজী, হাবিবুর রহমানদের কর্মকান্ড কী তার প্রমাণ দেয়? পত্রিকায় এগুলো না লিখলে কী তাদের কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যাবে?

অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। ক্ষমতায় থাকলে যদিও এটা বোঝা যায় না। সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে একদলীয় বাকশালী ক্ষমতা পেয়ে গেছে বিএনপি, চারদল। তাই তারা যা ইচ্ছে তাই করছে। যা কখনো শুভ ফল বয়ে আনবে না। দূর থেকে আওয়ামী লীগ সবকিছু দেখছে আর মুচকি হাসছে। খালেদা জিয়ার সময়ে বাংলাদেশ মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেলে শেখ হাসিনা খুশি হবেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, জনগণ কাউকে ক্ষমা করে না। সাময়িকভাবে মনে হলেও জনগণ আসলে কিছুই ভোলে না।

ক্ষমতার শেখ হাসিনাও এই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এটাও নিশ্চিত করেই বলা যায়, ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেও কোনো ব্যবস্থা নেবে না।

রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার লড়াইয়ে জিম্মি জনগণ। লাভ বাংলা ভাই নামক দানবদের। এই দানবদের কল্যাণে সাধারণ নিরীহ জনগণ পরিচিতি পাবে, জঙ্গি, মৌলবাদী হিসেবে। এটা সম্ভবত এখন সময়ের ব্যাপার। একটি স্বাধীন দেশের মানুষের জীবনে এরচেয়ে বড় কষ্ট, দুঃখ, বেদনা আর কী হতে পারে!